দৈনিক
আল আমিন

02 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

45 (9)

ঢাকা ভার্সিটি পরিস্থিতি

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চলমান ছাত্র সন্ত্রাস বন্ধে কিছুদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আহূত এবং তাঁর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক দলসমূহের মহাসম্মেলন দৃষ্টে দেশবাসী সঙ্গত কারণেই এই আশা পোষণ করেছিল যে, এবারে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে বিরাজমান অবাঞ্ছিত আত্মঘাতী পরিস্থিতির অবসান না ঘটে পারে না। আমরাও আমাদের এ স্তম্ভে উক্ত মহাসম্মেলনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে অভিনন্দিত করে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছিলাম। কিন্তু দেশবাসীর এবং সেই সাথে আমাদেরও সযত্নে লালিত সেই প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারো ছাত্র সন্ত্রাস সশস্ত্র করাল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে গত মঙ্গলবার দুই দল ছাত্র (ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ)-এর মধ্যে দীর্ঘ ৪ ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ এবং ৭শ' রাউন্ড গুলিবিনিময়ের মধ্য দিয়ে। পরিণতি, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছেন এবং বুধবার সকাল ৮ টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তপ্ত পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক উপশমের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত না নিয়ে হয়তো আর কোনো উপায় ছিল না। অতীতের অনুরূপ সন্ত্রাসপূর্ণ পরিস্থিতিতেও কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সাময়িককালের জন্য শান্ত থাকে। কিন্তু আবার অবস্থা যে সেই বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরই আবার বেজে উঠে অস্ত্রের ঝনঝনানি, নানান স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, রাইফেল, এস এল আর, স্টেনগান, কাটা রাইফেল, পিস্তলের রণ-দুন্দুভি। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় আবার বন্ধ, আবার খোলা এবং যথারীতি আবার সন্ত্রাস, খুন, জখম ইত্যাদি। দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো সম্বন্ধে এই হচ্ছে দেশবাসী ও অভিজ্ঞ মহলের সম্প্রতিকালের মর্মান্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতা। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই অবস্থা আর কতদিন চলবে? আর কিভাবেই বা এর প্রতিকার সম্ভব? সন্ত্রাসের এই ঘটনাপ্রবাহ থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার বেরিয়ে এসেছে যে, অব্যবহিত যে কারণেই সন্ত্রাস সংঘটিত হোক না কেন, তার মর্মমূলে বিরাজ করছে রাজনৈতিক কারণ। সে কারণ মূলসুদ্ধ উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত এ সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। সামান্য তুচ্ছ কারণে তা বারবার শিক্ষাঙ্গনকে বিদীর্ণ করতেই থাকবে। এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েই এই বিষচক্র থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ যে করেই হোক বের করতে হবে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করে দিলেই এ সমস্যার সমাধান হবে না। পুনঃপুনঃ সন্ত্রাসের ঘটনাই এর প্রমাণ।

অপর পক্ষে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, সন্ত্রাস বন্ধের জন্য এটা কোন সমাধান নয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পরামর্শ, সন্ত্রাস বন্ধের রাজনৈতিক মহাসম্মেলনের অতি সত্বর পুনরনুষ্ঠান করা হোক। উক্ত সম্মেলনে যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল সে অনুযায়ী এখনিই কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হোক। জাতীয় সংসদে সরকারী ও বিরোধী দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির বিল উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা নিয়ে আলোচনা চলছে। সেটা যেমন জাতির পক্ষে একটি অতীব জরুরী ব্যাপার, তেমনি এটিও কম জরুরী নয়। এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্বহীনতা প্রশ্রয় পেলে তার পরিণতি বিপজ্জনক হতে বাধ্য। দেশের কী দুর্ভাগ্য, স্বৈরশাসনবিরোধী রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে যে ছাত্রসমাজ একদিন পরস্পর পরস্পরের সাথীরূপে একাট্টা হয়েছিল আজ তারা বিচ্ছিন্নই শুধু নয়, প্রতিনিয়ত সন্দেহ, অবিশ্বাস, মারামারি-হানাহানির মতো আত্মঘাতী প্রবণতায় লিপ্ত। স্বৈরশাসনকে হটাতে তারা যে সর্বদলীয় সংগ্রামী ছাত্রঐক্য গড়ে তুলেছিল, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সে ঐক্য আর সক্রিয় নয়। তাদের প্রণীত দশ দফাও বলতে গেলে সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়ছে। অথচ এই ছাত্রসমাজই দেশের প্রতিটি গণআন্দোলনে কী গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাই না পালন করেছে। এ নিয়ে জাতির কতো গর্ব, কতো অহংকার। আর সেই জন্যেই জাতির আজ বুকভরা আশা, ছাত্ররা অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও দেশের বহু আকাংখিত প্রকৃত গণতন্ত্রে উত্তরণের ক্রান্তিলগ্নে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু কোথায় সন্ত্রাস বন্ধ হবে, তা নয়, তার তীব্রতায় দেশের প্রধান শিক্ষাঙ্গনগুলোই বন্ধ -এ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি যদি জাতিকে বারবার হতে হয়, তবে তার চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে?

অবস্থাটি যে দেশের ভবিষ্যতের জন্য আদৌ সুখকর নয়, এটা আজ সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি, বিজয় অর্জন করা সহজ, কিন্তু বিজয়কে ধরে রাখা কঠিন। এটা যদি আমরা বুঝে থাকি, তাহলে আজকে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে এই সংকট উত্তরণে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবো না কেন? সংসদীয় সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলসমূহের মধ্যে যদি ঐকমত্য হতে পারে, তবে তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে জাতীয় প্রশ্নে দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে না বলেই আমরা মনে করি। শিক্ষা একটি জাতীয় প্রশ্ন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ঐকমত্যের প্রতিষ্ঠা জাতির স্বাভাবিক প্রত্যাশার মধ্যে পড়ে। তাই শিক্ষাঙ্গনকেও সন্ত্রাসমুক্ত করার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্যে পৌছুতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।